রাতের নিমগ্নতা

মাহমুদা রুনু

রাতের নিমগ্নতা -
সুমগ্ন জ্যোৎস্নার বৃষ্টি
দোলনচাঁপায় দোলে দোদুল,
দূরে কোথাও দুরন্ত কাকাতুয়া ডানা ঝাপটায়
ভোরের আসার আশায় ।
দিনের আলোর গভীর ঔজ্জ্বল্য
ম্লান করে দেয় তারার তারা হোয়ে জ্বলা ;
তুমি তাই হোয়ে থাকো লুকানো সত্য
বাহুল্য বাড়াবাড়ি সজ্জিত এ নগরে ।
তুমি আমার আনন্দ-বাড়ী
একান্ত আপন নিভৃত খেলাঘর ।
সমস্ত নেতিবাচক বিশেষণের জড়োয়া গায়ে
তুমি আমার প্রেয়সী;
আমার আমিত্বের উৎস;
আমার অহংকারের অবিরল ফল্গুধারা;
তুমি অনন্ত কঠিন এক সংগ্রামী চেতনার আধার ।
নিজের মাঝে অপার দেখি তোমার কায়া
তোমায় বুকে বাধতে পারি এমন মায়া
হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব আজি
পথের মাঝে পথকে খুঁজি ।
সেই সুদিনের সূর্য বুকে
সবুজ হৃদয় সদাই রুখে
দাঁড়িয়ে থাকে উর্ধমুখে ।
তোমার মানের মানদণ্ড আকাশপানে
বাড়তি রবে অগ্রগতির অগ্নিবাণে ।

রোজকার কান্না আমার
রোজ রাতের নিমগ্নতায়
ভোরের আলো আসার আশায় ।
যে ভোর তুমি পেয়েছিলে রক্তের লোহিত প্লাবনে
আজো কেন খুঁজি সেই ভোর
বর্তমানের অনভিপ্রেত নিষ্ফল রাজা-রাজা বাক-যুদ্ধের
বিফল সময়ে ।
ভালবাসার অকৃত্রিম প্রেম এমনই
যা ধ্বংসস্তূপের মাঝেও আশার আশা জাগায় ।

তুমি এমনভাবে নিস্ফল হোতে পারো না
ও আমার প্রেয়সী স্বাধীনতা ।
তোমাকে বাঁচাবার জন্য এখনও জেগে আছে
লক্ষ-তাজা প্রাণ -
রাতের নিমগ্নতায় যারা কঠিন হাতিয়ার গড়ে -
তোমাকে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াবার সুউচ্চ মঞ্চ দিতে
ওই আকাশের সম বিরাট বিশাল ।

তুমি আমার বিশ্বাসের অনন্ত খেলাঘর
বিশ্বের বিস্ময়
বেঁচে থাকার বিমুগ্ধ প্রেরণা ।
মহাসাগরের তীরে মত্ত বৈভবের বিহ্বলতা
তুচ্ছ! তুচ্ছ! অতি নগণ্য !
তোমাকে ধারণ করেছি চেতনায় প্রেরণায়
বিশালত্ব তুমি অস্তিত্বের বিশেষত্বে ।
রাতের নিমগ্নতায় আশার আশা
প্রিয় মৃত্তিকা প্রেয়সী স্বদেশ ।

২১ মার্চ ২০১২